‘আইডিও’ এর ছোঁয়ায় শেখ এখন স্বাবলম্বী হতে চলেছে

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর প্রভাব এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্ড়র করছে। বর্ষামৌসুমে বৃষ্টির পানি সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশন না হওয়ার ফলে কৃত্রিম জলাবদ্ধতা ও বন্যার সৃষ্টি করছে। যার ফলে ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে মানুষের অজশ্র সম্পদ। ফলে এলাকার দরিদ্র মানুষ দিন দিন আরো হতদরিদ্র মানুষে পরিনত হচ্ছে। অপরদিকে কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে মানুষের নিয়মিত আয়রোজগারের পথ। ফলে এলাকার জনগণ মারাত্মক ভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা দিচ্ছে ঠিক এমনি সময় এ এফ-এর আর্থিক সহায়তায় “পাইলট লেভেল কমিউনিটি বেইজড পার্টিসিপোটরি হারবাল গার্ডেন” নামক প্রকল্পটি কাজ শুর“ করে। প্রকল্পটি যে সংস্থার মাধ্যমে বাস্ড়বায়ন করা হয় সেটা হল যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা “আইডিও”। আইড়িও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তার মধ্যে “পাইলট লেভেল কমিউনিটি বেইজড পার্টিসিপোটরি হারবাল গার্ডেন” প্রকল্পটি উলে-খ যোগ্য। এখানে “আইডিও” পরিচালিত একজন দলীয় উপকারভোগীর ব্যক্তিগত সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শেখ মোঃ আব্দুল কুদ্দুস। কুদ্দুস নামেই পরিচিত। আইডিও পরিচালিত হারবাল গার্ডেন প্রকল্পের একজন উপকার ভোগী তিনি। ২০০৬সাল থেকে প্রকল্পের শুর“তেই তিনি উপকারভোগী সদস্য হিসাবে অন্ড়র্ভুক্ত হন। ধীরে ধীরে একজন আদর্শ উপকারভোগী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে কুদ্দুস বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ। বর্তমান তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। স্বামী মাঝে মাঝে বাইরে থাকায় শেখের স্ত্রী লাইলী বেগম হারবাল প্রকল্পের কাজ পরিচর্যা করে থাকে।

তিনি বলেন আইডিও’র এধরণের প্রকল্প গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। দুর্যোগের কারণে এ এলাকার সাধারণ দরিদ্র পরিবারের পক্ষে রেজিষ্টারভুক্ত ডাক্তারের সেবা গ্রহণ করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। বিকল্প চিকিৎসা হিসাবে আইডিও’র সহযোগিতায় আমি ঔষধি গাছ রোপন করছি এবং এর যথাযথ ব্যবহার আইডিও’র পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিস্ড়র লাভ করছে। কারণ গাছের ঔষধের কোন পার্শ প্রতিক্রিয় নাই বলে-ই চলে। আমি নিজে ৩ শতাংশ জমিতে ঘৃত কুমারী (এর অন্যান্য নাম- ঘৃত কাঞ্চন, ঘৃত কচু) বনৌষধি চাষ করছি। বাজারে এবং গ্রামে এর চাহিদা অনেক বেশী। নির্বাহী পরিচালক মিজানুর রহমান বলেন, আপনি ঘৃত কুমারী গাছের গুনাগুন সম্পর্কে কতটুকু জানেন। তিনি বলেন, কোন স্থান পুড়ে গেলে বা আগুনে ঝলসে গেলে সাথে সাথে ঘৃত কুমারীর পাতার মজ্জা ঐ স্থানে লাগিয়ে দিলে ঐ স্থানে ফোস্কা পড়বে না এবং জ্বালা পোড়া বন্ধ হয়ে যাবে। মাথা গরম থাকলে ঘৃত কুমারীর পাতার মজ্জা মাথার তালুতে লাগিয়ে দিলে মাথা ঠা“া হয়। শরীরে জ্বালা অনুভব হলে ঘৃতকুমারীর পাতার মজ্জা চিনি দিয়ে খেয়ে নিলে শরীর শীতল হয়। তাছাড়া চোখ জ্বালা পোড়া বন্ধ করতেও অনেকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তিনি আরও বলেন আমি নাটোরের জয়নাল সাহেবের নিকট ঘৃত কুমারীর পাতা দুই বার ১৫০০/- (পনের শত) টাকা বিক্রি করেছি। যা আমার পরিবারের বাড়তি আয় হিসাবে মনে করি। অপর দিকে এলাকার মানুষের নিকট কমবেশী বিক্রি করে আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা লাভবান হচ্ছি।

পারিবারিক ক্ষেত্রে শেখ মোঃ আঃ কুদ্দুস-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তা জানতে চাইলে তিনি নিজ বাড়ীর আশে পাশে পতিত জায়গায় কম পক্ষে ২০ প্রজাতির ঔষুধী গাছ লাগানোর কথা ব্যক্ত করেন এবং এলাকার জনগণ যাতে গাছের গুনাগুন সম্পর্কে বাস্ড়ব জ্ঞান লাভ করতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে জানান। শেখের স্বপ্ন হারবাল গার্ডেনের মাধ্যমে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। তিনি বলেন গাছকে যদি আমরা সন্ড়ানের ন্যায় পরিচর্যা না করতে পারি তাহলে আর্থিক দিক দিয়ে কোন ভাবেই স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়। কোন কাজে দরদ, আন্ড়রিকতা বা সাধনা থাকলে অবশ্যই একদিন সাফল্য পাওয়া সম্ভব। আমরা সকলে শেখ মোঃ আব্দুল কুদ্দুস-এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

Mr.Sk.is going to be self depended through the touching of IDO

The life and living of the southern and western region fall victim to unbalanced climate. Harm full effect, for changing climate, has broken out in this region widely. As there is no proper drainage, flood frequently occurs. In consequence of it untold wealth’s and recourse are going to be worst, As a result the poor people of this region are being poor to poor. One the other hand agricultural products are going to be reduced and source of income is going to be less. As a result the people of this locality are suffering from malnutrition. Even different kind of diseases breakout. At that time the pilot community level based participatory Herbal Garden begin there works. This project is implemented through the Integrated Development organization (IDO) which is stood at Sagordari the birth place of the epic poet Micael Modhusudan Dutt on the bank of Kapatkho River.

IDO leads different kinds of projects. Among them, “Pilot level community based participatory Herbal Garden” is worth mentioned. Here let us discus about the personal success of the beneficiaries.

Sk Md. Abdul Quddus. He is known by this name. He is a beneficiaries persons of Herbal Garden led by IDO. In 2006 Ad at the very beginning of the project he joined it. Gradually he proofs himself as an ideal beneficiary’s person of IDO. He is Married. Numbers of members of his family are four. In absence of her husband for working outside Miss Laily Begum some times nurses garden.

He thanks IDO for undertaking such kind of project. The poor people of this area can not afford themselves with the service of doctors due to unfavorable climate. As an alternative treatment (with the help of IDO) I have grown Herbal trees and the proper use of it is being spread widely by good advice and training. There is no side effect of tree. So I am cultivating some Herbal trees. I am cultivating Ghrito Kumary. Ghrito Kanchan and etc, Its demand is praise worthy in markets and villages. Director Mr. Mizanur Rahman says, “How much do you know about merits and demerits of Ghruto Kumary?” He also says, “ If a part of body gets burn is cured by using the ‘marza’ of Ghrito Kumary”. Brain remains cool when it is used on it. The body remains cool when it is taken with sugar. Besides, many people use it to get rid of burning eyes. He again says, “I have sold leap of Ghrito Kumary two times at taka 1500/-. I consider it as an extra income of my family. On the other hand I am being benefited by selling it to the people of locality.

When Quddus is asked about is future plan, he says that he is willing to grow 20 kind of Herbal Trees. In the fallen land by the side of his dwelling. He also want to inspire the people about merits and demerits. Shaik’s only dream is to make him self reliant. It is not possible to be self reliant. Unless we nurse trees as our children. Success is achieved when the work is done with love, attention and mediation. We all wish Abdul Quddus sound health and long life.